বীচ হ্যাচারী লিঃ
কনকর্ড টাওয়ার, ফ্ল্যাট নং-৯০৩, ১১৩ কাজী নজরুল ইসলাম
এ্যাভিনিউ, ঢাকা-১০০০

বিষয় : মূল্য সংবেদনশীল তথ্য।

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড ও সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আমরা ১৯৯৭ সাল হইতে মহেশখালিপাড়া টেকনাফ-এ অবস্থিত আমাদের বার্ষিক ৬০০ মিলিয়ন পোনা উৎপাদনক্ষম হ্যাচারীতে গড়ে বার্ষিক ৩০০-৩৫০ মিলিয়ন পোনা উৎপাদন ও বিপণন করিয়া আসিতেছি এবং শেয়ারহোল্ডারদের নিয়মিত লভ্যাংশ প্রদান করিতেছি। আমাদের হ্যাচারী সাগরপাড়ে আমাদের ক্রয়কৃত ৯.২০ একর জমির উপর অবস্থিত। জমি ও স্থাপনা তথা রিজারভার, ওভার হেড ট্যাংক, UV হাউস, ওয়াটার পাম্প হাউস, অফিস, ডরমেটরী মসজিদসহ বর্তমান অনুমানিক মূল্য ১০০ কোটি টাকার অধিক। আগস্ট ২০১৫-এ জেলা প্রশাসক কক্সবাজারের নিকট হইতে আমরা হ্যাচারীর জমি অধিগ্রহণের নোটিশ পাই। নালিশী জমির উপর হ্যাচারীর প্রাণ হিসাবে বিবেচিত রিজারভার ট্যাংক, ওভার হেড ট্যাংক, UV হাউস থাকার কারণে হ্যাচারী ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া তথা উৎপাদন বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা উল্লেখপূর্বক আমরা জেলা প্রশাসক কক্সবাজার এবং ভূমি মন্ত্রণালয় ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ে অধিগ্রহণ বন্ধের জন্য আবেদন করি। কিন্তু সংশ্লিষ্টদের পক্ষ হইতে কোন সাড়া পাওয়া যায় নাই। ইতিমধ্যে মেরিন ড্রাইভ নির্মাণে দায়িত্বপ্রাপ্ত আর্মি ইঞ্জিনিয়ারিং কোর-এর লোকজন রিজারভার ট্যাংক, UV হাউস, ওয়াটার পাম্প হাউস, ওভার হেড ট্যাংকসহ পশ্চিমে প্রায় ১০০×৬৮৫= ৬৮৫০০ বর্গফুট ভেঙ্গে ফেলার কারণে হ্যাচারীর উৎপাদনক্ষমতা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে। বহুদিনের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে অন্য উপায়ে উৎপাদন অব্যাহত রাখা যায় কিনা সেভাবেও সচেষ্ট হয়েছিলাম। কিন্তু হ্যাচারীর উৎপাদন সমুদ্রের লোনা পানি নির্ভর হওয়াই লোনা পানির রিজারভার ভেঙ্গে ফেলার কারণে উৎপাদন বন্ধ করতে আমরা বাধ্য হয়েছি। তবে আমরা এখনও সচেষ্ট, কত তাড়াতাড়ি উৎপাদন চালু করা যায়।

এ ব্যাপারে যথাসময়ে আমরা সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করব।

ধন্যবাদান্তে
আপনার বিশ্বস্ত

(ইঞ্জিনিয়ার মোঃ শরিফুল ইসলাম)
চেয়ারম্যান